এই লেখাগুলি

শান্তু রায়

দিন

পড়ুন

গন্ধমাদন

অরিক্ত স্রোত

পাথরের গাদা ঘুঁটে

অর্ধার অলগ্ন বস্তিগুলি

মাটির ঢোকায় নি ফাল, গীতু...

দূর অগ্নিস্রোত

গতজন্ম, মৃত্যুর কথা

জন্মের স্মরণ

দশমীর পর

বিষাদ

কোপ

এই লেখাগুলি

শান্ত রায়

কৃশানু প্রকাশন
সি ডি ১১১, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪

মা-কে

Ei Lekhaguli (These Writings)
Bengali
poems
Rs. 4·00
By Shanto Ray [b. 1954]
1986

প্রচ্ছদ কবিকৃত, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ১৯৮৬
গ্রন্থস্বত্ব : শান্ত রায়

প্রকাশক : দীনেশচন্দ্র সিংহ, কৃশানু প্রকাশন, সি ডি ১১১ সল্ট লেক,
কলকাতা-৬৪ ॥ মুদ্রক : বিভাসকুমার গুহঠাকুরতা, ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস,
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯ ॥ প্রচ্ছদ মুদ্রণ : দি নিউ প্রাইমা প্রেস,
১১ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩

বিনিময় : চার টাকা

এই লেখারা নতুন। এর কিছু এই প্রথম মুদ্রিত
ইহাদের নাম দেওয়া যায় 'নতুন কবিতা'...
বরং এই লেখাগুলির গ্রন্থনাম হউক 'এই লেখাগুলি'-ই

শান্ত রায় ৪/১ সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৩৪

কবিতা [২১ অগাস্ট] ৫/মেঘ-কে [১ জুন] ৬/হে শাবল [২২ মে] ৭
বিকেলবেলায় আজ ছাখা হোক [২৮ মে] ৮/মূর্তি [২০ মে] ৯
নিঃশব্দ [৫ ডিসেম্বর] ১০/অন্ধকার, শাদা ধোঁয়া [৪ অগাস্ট] ১১
মৃতের উঠোনপথ [২০ জুলাই] ১২/দাঙ্কো [২৯ নভেম্বর] ১৩
মা গো [২১ অক্টোবর] ১৪/আজ নতুন কবিতা নিয়ে এসো [৩০মে] ১৫

অম্বুবাচি : শান্তিনিকেতন [২৬ জুন] ১৬/প্রেমিকা [২৬ জুন] ১৭
দু'টি লেখা—বাজারে-বাগানে [১০ মার্চ] শাল দু'টি [১৬ ডিসেম্বর] ১৮
বিকেল: পনেরোই অগাস্ট [১৫ অগাস্ট] ১৯/প্রাকৃত: দু'টি লেখা [২৬ জুলাই] ২০
কোজাগর [৩০ জুন] ২১/চৈত্র [২৩ মার্চ] ২২/নারসিংহোম : রঙ [৫ জুন] ২৩
কয়েকটি শিকড় [২ জুন] ২৪/জিভ [২৬ মে] ২৫

রাত্রি [২৮ জুলাই] ২৬/নগ্ন [৬ মার্চ] ২৭/ময়ূরময়ূরী [২১ ফেব্রুয়ারী] ২৮
চোখের গন্ধ [১৩ মে] ২৯/ক্ষরিত স্টোভ [অগাস্ট] ৩০/এই রাত্রি [৫ অক্টোবর] ৩১

বিভূতিভূষণ [১৮ ডিসেম্বর] ৩২

রচনাসাল : ১৯৮৫

লেখকের প্রথম কবিতাগ্রন্থ

সন্ধের লোকাল ট্রেন

কবিতা

অনেকখানি শাদা পাতায় একটি-দু'টি বৃষ্টিহাওয়া, লালসবুজ

শিরা···

মেঘ-কে

দূর অন্ধকার থেকে এইখানে ভেসে আসে আজ বিকেলে
নম্র মেঘ…
ছোটোছোটো শাদাফুল যে-হাওয়ায় তার কি আবাস
রামগিরি ?

২

তুমি রোজ সন্ধেবেলা রাস্তার মোড়ের কল টিপেটিপে
জল আনো
কী করবে এখন ?—ছাখো, গাছপালার রঙ কীরকম
বদলে গেছে
ময়লাটে আকাশ থেকে এইবার নেমে আসবে সবটুকু
ধূলো, জল
এতোদূর থেকে আমি দেখি বাসা, ধানকলের মাঠ—
ছাখা যায়

৩

প্রিয় মেঘ, তুমি যাও লাফ দিয়ে পাহাড় পার হ'য়ে
দাউদাউ
অঙ্গদেশে

হে শাবল

মাটির ভিতরে এতো খনিজ কীভাবে !···তুমি, হে শাবল,
চম্‌কে ওঠো কেন ?
মাটিকোষ থেকে জিভে পাওনা গন্ধক, অভ্র, জীবাশ্ম,
পাথর ?

সুড়ঙ্গ খুঁড়বে আরো ? আর যদি টান দেয়
গূঢ় অগ্নিস্রোত !
রত্নপ্রসূতার দুধ আনছে মেঘ
এ-সময়ে কোথাও যেয়ো না
গর্ভের নির্মাণ ফেলে
যদি ঝড় এসে পড়ে—আর, মাটি
ভূমিকম্পে
টুকরো-টুকরো, বিশ্রী হয়ে যায়—

তখন কী দেবে তাকে !—যদি দিতে পারো
অনন্ত শিকড়···

বিকেলবেলায় আজ দ্যাখা হোক

মাথার ওপরে দরজা, রেলিং, টবেরা,
চড়ুইপাখির মতো আমাদের মাঝখান দিয়ে
হাওয়া দ্রুত যায়-আসে
কবিতা লিখতে-লিখতে মুখ তুলে ওদের দেখি, ওরা বুঝি
দেখছিলো আমাকে ?

কাজ করছিলো, টের পাই
যখন ওদের বুক ভারি—চড়ুইপাখির পিঠে
ঝ'রেঝ'রে পড়ে শুধু রেণু···

বাঁশি হাতে বিকেলবেলায় আজ দ্যাখা হোক
ঝর্নার সংলগ্ন বস্তিগুলি

মূর্তি

অন্ধকারে ব'সে আছো, কতো খৃষ্ট-পূর্বাব্দের
মূর্তি তুমি ?
হাওয়ায় কাঠের গন্ধ, বালি-পাথরের গন্ধ···

ওই দূরে, পাহাড়ের মতো অন্ধকারের মাথায়
আলোজ্বলা একটি জানালা ঃ
না-সাজা অথচ এক সুখী স্ত্রীশরীর
কে ও ?
যার স্বামী ফিরেছে শুক্কুরবার রাতে ?—থাকবে
আরো চারদিন !

সচেতন সানুদেশ গুল্মেগুল্মে ছেয়ে আছে···
নির্জীব ফুলের ভ্রূণ খেয়েছে বাতাস আজ
তরবারি টেনে নেয় কোটরের মতো কিছুকিছু
আর্ত মুখ

হঠাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ-আকাশে, মেঘমণ্ডলের দূরে
শাদাপাখি দ্রুত উড়ে যায় সন্ধেরাতে
উল্কাপতনের মতো, একা—
মূর্তি, তুমি কেঁপে উঠলে ?
কিছুপরে আরো একটি পাখি আরো অবিন্যস্তভাবে
ঠিক ও-দিকেই উড়ে যায়
নক্ষত্রবাগান প্রায় ছুঁয়েছুঁয়ে···

রাত বাড়ে ; কিছু জ্ব'লে ওঠে ?

নিঃশব্দ

চোখ বুজে শুয়ে আছো একা
বুকের ওপরে জড়ো হাত—
কেন, তুমি মাটি হ'তে চাও ?

ধোঁয়ায়-কাঁটায় বড়ো ধার
ওদের পেছনে আলো জ্বলে
আলো জ্বলে দাঁতের আড়ালে

ছোটোছোটো যতো পাহাড়েরা
আর ঢের ছোটো বীজগুলি
চোখ বুজে শুয়ে আছে মাঠে··

বুকের ওপরে জড়ো হাত
চোখ বুজে শুয়ে আছো একা

অন্ধকার, শাদা ধোঁয়া

পেছনে প্রাচীন, ঘন গাছ
ছাতের রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে কে ? বাড়িতে
কেউ নেই আর
বিছানার একপাশে খোলা বই ?

উনুনে আসন্ন ভাত !

নাকি, চিলেকোঠায় হাজির হয়েছে
কেরোসিন-দেশলাই ?
ভুল চিঠি !

মেঘ ফাঁক ক'রে বেরিয়ে আসে জ্যোৎস্না
আস্তেআস্তে ভেসে যায়
পাঁউরুটি মিলের শাদা ধোঁয়া

মৃতের উঠোনপথ

মৃতের ঘরের সামনে ইঁট পাতা, অল্প দূরে পুকুরের পাশে
ঘন হ'য়ে এসেছে আষাঢ় ; ওইখানে
ছাগলের মিহিকালো কচি দু'টো
হল্লা করে সকালবিকেল
মৃতের উঠোন ঘিরে মন্দারের কাঁটাবেড়া : আজ ক'দিন ধ'রে
খুব ছোটোছোটো পাতা খুঁটিময়···
কিন্তু, সন্ধে লাগবার কিছু আগে, একামেঘ এসে
খড়ের চালায় বসে পা ছড়িয়ে, আর
চোখ চাপে কাপড়ের খুঁটে—

মৃতের উঠোনপথে ইঁট পাতা
ফাঁকেফাঁকে সবুজ বর্ডার

দাঙ্কো

রোজ ভোরে পাহাড়ের পেছন আলো ক'রে
লাফিয়ে ওঠে
কার
হৃৎপিণ্ড !

মা গো

ঝপ্ ক'রে উঠে গিয়ে কোপ হ'য়ে নামে
কালো নরম মাটি চিরে যায়
আর ছিট্‌কে-ছিট্‌কে পড়ে রক্ত : ওই ফাঁকের দু'পাশ ভেজা···

হেঁট হ'য়ে আসে মাথা

আজ নতুন কবিতা নিয়ে এসো

সন্ধেয় তোমাদের সঙ্গে বসা যাবে
স্টেশানের পাশে, চান্দ্রমাঠে
আজ নতুন কবিতা নিয়ে এসো

অনেকদিন আসো নি, না ?
পাথরের শাদা ছুঁয়ে দেখতে-দেখতে
হঠাৎ কেউ ট্রাউজার থেকে
গোঁজা শার্ট কেন টেনে খোলে ?
কষামাংস আনতে যায় দু'-একজন—

আর, চিঠি আসে :
'এবার খরায় সব শেষ—'
কেঁপে ওঠে ভিত

দূরেদূরে থাকো কেন ?—আমি দূরে থাকি ! আজ কিন্তু
নতুন কবিতা এনো

অম্বুবাচি ঃ শান্তিনিকেতন

আমাদের পৃথিবী আজ তিনদিনের চান করলো
আষাঢ়ের দশই
ভোরবেলা চতুর্দিকে প্রেরণার মতো অদ্ভুত আলো
জ্ব'লে ওঠে, এই
ঔজ্জ্বল্য অবশ্য খুব বেশিক্ষণ থাকে না, কিন্তু তার
টান রয়ে যায়
অম্বুবাচি শেষ হয়েছে
মৃত্তিকাসেবীরা কেউ এ-ক'দিন
মাটিতে ঢোকায় নি ফাল, বীজ···
আজ শান্তিনিকেতন এসো—চান হয়ে গেলেও
খোয়াইয়ে লালস্রোত তোমার
চোখে পড়তে পারে
আর তাই এখানে এখন গাছেগাছেগাছে
এতো হাওয়া
এইবার নিয়ে এসো দানা, শ্রম

প্রেমিকা

তোমার বর আসবার আগে চলে গেলে বুঝি
ভালো হয়
আজ বিষ্টিদুপুরে তুমি একবার মাত্র খোলাচুল দুলিয়েছো
আমার সামনে
কতোদিন শুধু কথা আর আমরা দু'জন
তোমার বিয়ের আগে
এবং বিয়ের পর-ও, অথচ
একদিনও বিবাহ হয়নি আমাদের
তবে কেন ঈষৎ লাজুক
প্রেমিকার মতো আজ দেখালো তোমাকে

চড়বড়ে বিষ্টিদুপুরে তুমি একবার ঠোঁট কামড়েছো
হাতখোঁপা করার সময়
তাছাড়া এ-বাড়িটি তোমার শ্বশুরের
তবে কেন জানলার কাচ বন্ধ করতে-করতে বললে,
'যারা লেখে টেখে তারা মেয়েদের দিকটা, ইয়ে, একটু
কম বোঝে—'

বর ফিরে আসবার আগে
যেতে পারলে খুব ভালো হয়

দুটি লেখা

বাজারে-বাগানে

তুমি এলে মনে পড়ে
স্নানের কথা, চন্দ্রমল্লিকা আর ফুলঝাড়ু কেনার কথা
যে-রকম সন্ধে বসে চারপাশে
আর আলো জ্বলে
ঘরে-পথে, বাজারে-বাগানে

শাল দু'টি

গরমের আর দরকার নেই ব'লে ওদের একজনের ওপর
আরেকজনকে রেখে
গাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা উজ্জ্বল বাড়িতে ঢুকলাম

আমাদের শাল দু'টি
অন্ধকারে
এতোক্ষণ
একসঙ্গে ছিলো

বিকেল ঃ পনেরোই অগাস্ট

হঠাৎ এতো ছায়া নিয়ে এলে কেন তুমি, হে বিকেল ? কিন্তু আমাকে আজ
যেতে হবে না চৌমাথায় দাসমেডিকেলে
মা'র জন্য ওষুধ আনতে

আকাশময় এতো ঘুড়ি চালায় কারা ?
মাইক থেকে একজন নেতা—'আজ শপথের দিন !'
আর, ও-পাশের মাইকে গানবাজনা
কলকারখানা ছুটি, ট্রেন আসছে হালকা

তোমার কি মনে পড়ে গতজন্ম, মৃগয়ার কথা, হে বিকেল !

স্বীকার করছি ভালো লাগে ধুনোর গন্ধ, তা ব'লে—সন্ধে এসে গেলে
কোথায় পাবো তোমাকে ? যতোই গন্ধপুষ্প শাঁখঘণ্টা
বা মানুষের দোকানেদোকানে বিক্রি, ইনডোরে বিচিত্র অনুষ্ঠান···

তোমার কি মনে পড়ে আমার বাবাকে ?—যিনি তোমাকে পেতেন
খুব কম

একটু পরে আজ আমি লাইব্রেরি, কফিঘর, বা উমিদের বাড়ি
যাবো না, বিকেল,
তোমার জন্য কষ্ট ঃ
কেন এতো কাটা ঘুড়ি

প্রাকৃত : দুটি লেখা

১

রজনীগন্ধার গোড়া চেপে ধরি, দৃঢ় ডাঁটি
তীব্র উঠে যায়
কালো
আর্ত
আকাশের দিকে

২

সবাই ঘুমিয়ে আছে, তাই তুমি
এসেছো এখন
তোমার রক্তের শব্দ
ঘাসে
গাছে
মাটিতে
চালায়

কোজাগর

আপনার গুহায় আজ ডেকেছেন
কিন্তু কোনো ঘুম হবে না
একটু আগে শুরু হয়ে গেছে
তীব্র ধারাজল
শক্ত, কালো, দীর্ঘ গাছগুলো
অন্ধকারে জেগে, আর
বৃষ্টিরা সমানে ধাক্কা দিয়ে যায় রোমে···

আপনাকে আরেকদিন—

চৈত্র

সারা চৈত্রমাস
এক-একদিন গাজন
আর, এক-একদিন পয়লা বৈশাখ

নারসিংহোম : রঙ

কাল তোমার শরীর ছেড়ে বেরিয়েছে ঝোরার মতন
রক্ত…
নারসিংহোম থেকে ফিরেছো ভোরেই ?—মাত্র একটা বুলেট !

এবার পাশ ফিরে শোও ; কষ্ট—বুকে ? কোমরপেশিতে
বেদনার মতো ব্যথা ?
দিগন্তের কাছে শব্দ হ'লো !

ব্যথা ভেঙেভেঙে পড়ে, চোখ বুজে আবার খুলে যায়
জানলার অদূরে ভাসে নীলমেঘ, ওখান থেকে আলাদা-আলাদা সাতটি আলো
মিশেমিশে নেমে আসে এ-ঘরে—বালিশে, নেভে-জলে

কয়েকটি শিকড়

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মহিষ, ধুলোবালি
ঘরের গা, গাছপালা, তপ্ত ছিলো সারাদিন—এখনো ঝরছে
শ্বাস, ঘাম

আজ অবশ্য গোল চাঁদ ফুটবে আকাশে
মেঘগুলো চাঁদের পাহারা ছেড়ে আসুক না নেমে এই গাঁয়ে
ওরা যদি ছোঁওয়া দেয়, মাটির প্রথম স্তরে
জেগে উঠবে ঘুমে-হিম কয়েকটি শিকড়

আর আমরা এ-ও জানি
মেঘের আড়াল থেকে যেই চাঁদ বেরিয়ে আসে, হাওয়া

জিভ

এবার আমার জিভ পেতে দিই কংকালীতলায়, বঁইচিবনে
হাসপাতালের পথে, মাঠেমাঠে, খানায়-আবাদে
খামারবাড়ির পাশে হিমগর্তে, গলিতে, উঠোনে
আধমরা মাছের মতো প'ড়ে থাকবে
ঘনরাতে, "কী ওখানে কাঁদে !"
ব'লে মালো বউটির শ্বাশুড়ি সন্দেহে, ছানিচোখে
দেখতে পাবে না—থু ক'রে গয়ের ছুঁড়ে দিয়ে
শুতে যাবে, প্রাণটা তবু জুড়োবে না, খালি তেষ্টা পাবে
ব'কে-ব'কে
আর সে, অন্ত্যজ জিভ, মাটি খুঁড়ে মাটি ছেনে শেষরাতে
ধরবে বৃক্ষমূল
তার রস নিয়ে ঠিক বউটির কাছে যাবে, যার 'বাঁজা' নাম
গাঁয়ের হাওয়ায় সবে ছড়াচ্ছে সার্থক বিষ, তার হলদে পেটে
বীজ ও সেচন···ওর চোখে ঘুম টেনে দিয়ে বলবে ফিস্‌ফিসিয়ে,
"ঘর ছেড়ে যাস না বেটি, শোন্, ওই চোখের জল ভুল
আমি বলছি, আমি তোর 'জয় বাবা তারকনাথ', 'বিষহরি মনসা-মা'
আমি 'রঘুপতি রাজারাম'
দেখিস আমার বাক্যি সত্যি কিনা—দেখতে-দেখতে
ন'মাস দশমাস যাবে কেটে—"

রাত্রি

অবিরাম মাটিভেজা ভিজেছো ব'লে কি আজ
এতো ঘুম এতো সোনাঝুরি ?
পোষাকের তলা থেকে তোমার গোধূলি, ভোর,
কাল রাতে

কাঁটাগুল্ম, লতাঝোপ, সবুজ হয়েছে আরো
আরূঢ় পাউসে, আর তাই
জলের ভিতরে ক্ষত বৃষ্টিমধ্যে ওই রস
রাত্রি বুঝি জন্মের ক্ষরণ !

নগ্ন

নগ্ন হ'য়ে
এসেছি তোমার কাছে

পোষাকে হঠাৎ কারা আগুন লাগিয়েছিলো বুঝবার আগেই
আগুন ছুঁয়েছে রোম···ছুটলে আরো দাউদাউ—
টেনে-হিঁচ্‌ড়ে বেশবাশ ছিঁড়ে
জিভ বের ক'রে, প্রাণপণ ছুটে, হাঁপাতে-হাঁপাতে
এসেছি তোমার কাছে

নগ্ন হয়ে আজ—

ময়ূরময়ূরী

পেছনে সূর্যের রথ ; ময়ূর না, ময়ূরী নাচবে এইখানে

ময়ূর গাইছেন, তাঁর ধূপের ধোঁয়ার মতো গান
ধীরে-ধীরে ভেসে আসে···চোখ বুজে ঘ্রাণ নিতে-নিতে
কেঁপে ওঠে ময়ূরীর ঠোঁট

সঙ্গতে-সঙ্গতে ওই তনুরুচি অস্থির, চর্চিত ;
ঝড় উঠেছে সমুদ্রে-জ্যোৎস্নায়
আর ওই নিভৃতগান ময়ূরীর পাঁজরে চুম্বন রাখে···ওরা বুঝি
নন্দনবাগানে থাকে ?

চোখের গন্ধ

এ-পাশে ফেরা অনেকগুলো মুখের ও-পাশে
তোমার চোখ
ওই দূর থেকেও
বিনুনি-জড়ানো যুঁইমালার গন্ধ
আর চোখের পাতা থেকে, গলা থেকেও ?

যদি আমি ওই গন্ধ ছুঁয়ে দেখতে চাই
ঠোঁট দিয়ে !

'নারীর চুল থেকে কি কখনো কোনো ফুল
আলাদা করা যায় !'—তুমি হাসো

আমি তোমার কথার মানে
ঠিক বুঝতে পারছি না

ক্ষরিত স্টোভ

তার চোখ ঠিক খুঁজে পায়
আমার গলার কিছু নিচে
বুকের ঢালুতে ছোটো তিল

এই তো সেদিন চ'লে এলো
তীব্র দুপুরে হুট্ ক'রে
ব'সেই বললো, 'তুমি বুঝি
কলঘর থেকে বেরুলে এই !'
ভেজা চুল ছাড়া আর কোনো
চানের চিহ্ন ছিলো কোথাও ?

তিনদিন পর ভর-সাঁঝে
সে এসেছে, সারা শরীরে ঘাম
কটূঘ্রাণ—মুখ ফিরিয়ে নিই

সে কি বের ক'রে শাদা রুমাল
মুছেছিলো মুখ, দু'টি হাত-ও ?
পাঁচটি লাজুক আঙুল তার
আমার পিঠ ও চুলে ভেসে
সাড়া দেয় বুকে, তবু আমি
একটু কাঁপিনি। দপ্ ক'রে
জ্ব'লে ওঠে শুধু ক্ষরিত স্টোভ...

এই রাত্রি

ভাবি তোমার কথা, ভাবি এই রাত্রির কথা—
দশমীর পর এ-পাড়া সে-পাড়া সব
স্তব্ধ হয়ে যায় কেন ?

তোমার পায়ের আঙুলে, নখের কিছু ওপরে,
একটু ঘাসের মতো রোমভূমি
হাতের ও-পিঠ দিয়ে বারবার
ঠোঁটের ঘাম মুছছিলে—কিন্তু এখনো যে
শীত-ই আসে নি !
'হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে'

এখন না হয় বেশিরাত, কিন্তু তখন—সন্ধেবেলায়
বীণা বাজাচ্ছিলে, ঘরে—আর আমি, শুধু
আওয়াজের জন্য ভেজানো
শুধুই আওয়াজের জন্য !
কী মাখো আজকাল মুখে, বিকেলবেলায়, ফাঁকাঘরে ?
দরজা ঠেলে খুলে, কেন একবার ঘুরে গেলেন
মাসিমা—খুব দরকার বুঝি !

ভাবি তোমার কথা, ভাবি এই রাত্রির কথা—
দশমীর পর এ-পাড়া সে-পাড়া
স্তব্ধ হয়ে যায়। কেন ?

বিভূতিভূষণ

ভেতরে মোচড় পড়ে, চোখ ভিজে আসে

ভেতরে মোচড় পড়ে, চোখ ভিজে আসে

ভেতরে মোচড়···